সংবাদ

028

তারিখ ... 12/4/85 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 1 ...

সংবাদ

ঢাকা : শুক্রবার, ২৯শে চৈত্র, ১৩৯১

বই কেন বিকোয় না

যুগ যুগ ধরে আহরিত বিশ্বের জ্ঞানরাশি যার মধ্যে সঞ্চিত হয়ে আছে তার নাম বই। অতীত ও বর্তমানকালের মানুষের সুকৃতির ফসল লিপিবদ্ধ হয়ে আছে বই-এ, যা অবলম্বন ও অনুসরণ করে মানবসমাজ সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। আজকের পৃথিবী বই-পুস্তক ছাড়া কল্পনা করা যায় না। যেকোন দেশ ও জাতির উন্নতির মাপকাঠি সে দেশের মুদ্রিত বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার সংখ্যা, মান ও জনসমাজে তাদের স্থান। ইউনেস্কোর জরিপের ফল, প্রতি দশ লাখ লোকের জন্য উন্নত দেশগুলোতে পাঁচশ', উন্নয়নশীল দেশগুলোতে চুয়াল্লিশ আর আমাদের এই বাংলাদেশে দশটি বই প্রকাশিত হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যেও আমাদের স্থান কত নীচে এই তথ্যই তার প্রমাণ।

বাংলা নববর্ষের প্রাক্কালে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের সপ্তাহব্যাপী বই বিক্রি অভিযানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এদেশের পুস্তক প্রকাশনা শিল্পের সমস্যা ও পুস্তকের চাহিদা সম্পর্কে শিক্ষাবিদ ও তথ্য বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাদের কেউই আশার কথা বলতে পারেননি, শুনিয়েছেন হতাশার কথা। 'আমরা অর্থ, শিক্ষা এবং মনের দিক থেকে দরিদ্র'--ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের এই খেদোক্তি অকারণেও নয়। বাস্তব চিত্র সত্যিই মলিন। বই-এর বিক্রি নেই, ছাপা মুশকিল, ইচ্ছে থাকলেও বই কেনা বা পড়া সহজ নয়, সাধ্যেও কুলোয় না অনেকের। এমন অবস্থা কেন সেটাই ভালভাবে পর্যালোচনা করে মুশকিল আসানের উদ্যোগ নিতে হবে সংশ্লিষ্ট মহলকে, যাঁদের মধ্যে আছেন প্রকাশক, লেখক, আগ্রহী পাঠক, শিক্ষাবিদ এবং সর্বোপরি সরকার। মুশকিল আসানের ব্যাপারে নায় ভূমিকা সরকারের : কারণ বিভিন্ন বিষয়ের নিয়ন্ত্রক সরকারী কর্তৃপক্ষ।

এক প্রখ্যাত ব্যক্তি লিখেছিলেন যে, বই পড়া পশু জবাই করার চেয়েও সহজ। কারণ জবাই-এর জন্য নিয়ে পশুটির গলায় ছুরির পোচ পড়ার আগে একটু দাপাদাপি করবে, পা ছুড়বে, না হোক একটু চিৎকার করবে ; কিন্তু বই পড়ার বেলায় এমন সামান্য বাধা পাওয়ারও সম্ভাবনা নেই। যে পরিবেশে কথাটা পরম সত্য, বাংলাদেশে তা নেই। এখানকার ভিন্ন পরিবেশে বই পড়া সহজ নয়। সে পথে বাধা অনেক। পড়ার আগে পাওয়ার সমস্যা আছে, যা মোটেই ছোট নয়। বই কোথায় যে পড়বো ? এমন কয়টা ভাল বই এদেশে প্রকাশিত হয় যার দাম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পাঠকদের সাধ্যের মধ্যে ? বই-এর পাঠকদের মধ্যে শিক্ষিত মধ্যবিত্তরাই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ। এদের সবাই যে সব বিষয়ের বই পড়বেন এমন চিন্তা অবাস্তব। এই শ্রেণীর পাঠকদের রুচি ও আর্থিক সংগতির ওপরই বই-এর কাটতি বিশেষভাবে নির্ভর করে।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার আশি শতাংশেরও বেশী দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করছে। এদের অধিকাংশ আবার নিরক্ষর। কাজেই তাদের বই কিনার বা পড়ার প্রশ্নই ওঠেনা। নিম্ন মধ্যবিত্তদের 'নুন আনতে পান্তা ফুরোয় পান্তা আনতে নুন'। মনের তৃপ্তির জন্য মাসে দু'-তিনটে করে বই কিনতে গেলে এই শ্রেণীর লোকের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় খরচেও টান পড়ে। এদেশের উচ্চবিত্তদের বই-এর প্রতি আকর্ষণ এখনও গড়ে ওঠেনি। এদের মধ্যে দু'চার ভাগের অবশ্য বই কেনার শখ আছে। তবে অনেক ক্ষেত্রে তা পড়ার চাইতে ড্রয়িং রুম সাজিয়ে রাখার জন্যই বেশী। কবির কথায় বলা যায় :

''মেহগনির মঞ্চ জুড়ে পঞ্চ হাজার গ্রন্থ ;
সোনার জলে দাগ পড়ে না, খোলে না কেউ পাতা।
অস্বাদিত মধু যেন যূথি অনাঘ্রাতা।''

এ অবস্থায় বই-এর খদ্দের ক'জন থাকে ? ঐ শিক্ষিত উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুষ্টিমেয় সংখ্যক ক্রেতারাই তো। প্রধানত এদের ওপর নির্ভর করে প্রকাশকরা ক'টা বই বাজারে ছাড়তে পারবেন। প্রতি দশ লাখ লোকের জন্য দশটা হিসেবে বই ছাপালেও একটা সংস্করণ পাঁচ বছরেও শেষ হয় না।

এই বই ছাপার আগেও প্রকাশকদের অন্তত: দশবার চিন্তা করতে হয়। চিন্তা খরচের জন্যই। ছাপাখানার সকল উপকরণ সাজ-সরঞ্জামের দাম দশ বছরে আট-দশগুণ বেড়ে গেছে। কাগজ, কালি, টাইপের সীসা, মেশিন, যন্ত্রাংশ প্রভৃতির দাম পাল্লা দিয়ে বেড়েছে। সাথে সাথে সরকার বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দর এবং কর শুল্কও একটানা বাড়িয়েছেন। ফলে বই-পত্রিকা প্রকাশের খরচ যেমন বেড়েছে তাতে দর ঐ হারে না বাড়ালে লোকসান দিতে হয়। আবার দর বাড়ালে বই বিকোয় না। এই সংকট কাটানোর পথ করতে না পারলে বিক্রির অভিযান চালিয়েও কি কোন ফল লাভের আশা আছে ?

সুফল লাভের জন্য উৎপাদন খরচ কমানো এবং পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টাই বিশেষভাবে করতে হবে। প্রথমে প্রয়োজন শিক্ষা বিস্তার। দ্বিতীয়ত, সরকার প্রকাশনা শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদির শুল্ক কমিয়ে দিতে পারেন। ভর্তুকি দরে বই-এর কাগজ সরবরাহ এবং ভাল ভাল বই প্রকাশে আর্থিক সাহায্য দিয়ে বই-এর দর কম রাখার ব্যবস্থা করতে পারেন। ভারতের পশ্চিম বঙ্গে এ ধরনের সরকারী সাহায্য দেয়া হয়ে থাকে। তৃতীয়ত, পাঠক বৃদ্ধির জন্য সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠার বিশেষ উদ্যোগ নেয়ার প্রয়োজন আছে। রাজধানীতে কমিউনিটি সেণ্টার যেমন করা হচ্ছে তেমনি সাথে সাথে সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করে সেখানে বই পড়ার ব্যবস্থা করা হলে বই পড়ায় লোকের আগ্রহ বাড়তো। জেলা-উপজেলা কেন্দ্রে সরকারী উদ্যোগে পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেও বই-এর প্রচার বাড়ানো যেত। চতুর্থত, অনুষ্ঠানাদিতে বই উপহার দেয়ার উপকারিতা বুঝিয়ে সংবাদপত্র বেতার-টেলিভিশনে প্রচার অভিযান চালানোর কথা এ প্রসঙ্গে চিন্তা করা উচিত। নববর্ষ উপলক্ষে বাড়ী বাড়ী গিয়ে বই বিক্রির উদ্যোগ যেসব সংগঠন নিয়েছেন তাদের প্রচেষ্টা অবশ্যই প্রশংসা ও সমর্থনের দাবী রাখে।